দৈনিক সংবাদ

২৬/৭/২০০২

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১ ... কলাম ... ৩ ......

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আগাম ঘোষণা দিয়ে হল তল্লাশির সিদ্ধান্তে বিরূপ প্রতিক্রিয়া

বসির আহমদ ॥ আগাম ঘোষণা দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হলে হলে তল্লাশির যে সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষ নিয়েছেন তাতে শিক্ষক এবং সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন, এ ধরনের তল্লাশির মাধ্যমে কোনই লাভ হবে না। যেখানে হল তল্লাশির ১০ মিনিট পূর্বে খবর পেয়ে সন্ত্রসীরা পালিয়ে যায়, সেখানে তিনদিন আগে ঘোষণা দেয়ার পর কিভাবে আশা করা যায় বহিরাগতরা হলে বসে থাকবে। প্রশাসনের বিভিন্ন সূত্র বলছে, এ তল্লাশির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে হল থেকে বহিরাগতদের বিতাড়ন করা এবং বৈধ ছাত্রদের হলে তুলে দেয়া। প্রশাসনের এ সিদ্ধান্ত অনেকেই সমর্থন করছেন না। আবার কেউ কেউ সমর্থন করছেন।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক ড. আরেফিন সিদ্দিক প্রশাসনের এ সিদ্ধান্ত সমর্থন করে সংবাদকে বলেন, 'প্রশাসন যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমি তা সঠিক মনে করি। কারণ এর মাধ্যমে অবৈধ ছাত্রদের বিতাড়িত করে বৈধ ছাত্রদের হলে তুলে দেয়া সম্ভব হবে।'

এ সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করে নাম প্রকাশ না করার শর্তে দর্শন বিভাগের এক শিক্ষক বলেন, 'এধরনের তল্লাশির কোন মূল্য নেই, এতে কিছুই হবে না। হঠাৎ তল্লাশি চালিয়ে যেখানে কিছু হয় না, সেখানে আগাম ঘোষণা দিয়ে কিভাবে ভাল ফল আশা করা যায়?'

সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা এ ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করে বলেছে, এটা কোন তল্লাশি নয়। এতে কোন বহিরাগত ধরা পড়বে না। তল্লাশির সময় বাইরে থাকবে, পরে আবার চলে আসবে। অনেকে এটাকে ছাত্রলীগকে রক্ষা করার একটা কৌশল হিসেবে দেখছে। তাদের প্রশ্ন হচ্ছে, কোনটা প্রথমে প্রয়োজন অস্ত্র উদ্ধার, নাকি ছাত্রদের হলে তুলে দেয়া? এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, ক্যাম্পাসে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে হলে প্রথমেই অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করা প্রয়োজন; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের

হল ঃ পৃঃ ২ কঃ ৩

হল ঃ তল্লাশি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অস্ত্র উদ্ধারের ব্যাপারে তেমন কোন আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না।

এদিকে ক্যাম্পাসে নিরাপত্তার নামে পুলিশের বাড়াবাড়ির কারণে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা প্রতিনিয়ত হয়রানির শিকার হচ্ছে। বুধবার প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যেও ছাত্রছাত্রীদের রিকশা নিয়ে ক্যাম্পাসে ঢুকতে দেয়নি পুলিশ।

ছাত্রদলের ঘেরাও কর্মসূচি পালন ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রশাসনিক ভবনের আশপাশে মিছিল-মিটিং এবং সব ধরনের সমাবেশ নিষিদ্ধ করেছে। এর প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল গতকাল বুধবার প্রশাসনিক ভবন ঘেরাও কর্মসূচি পালন করেছেন। বেলা ১টার দিকে ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক শাহাবুদ্দীন লাল্টুর নেতৃত্বে দলের নেতাকর্মীরা মধুর ক্যান্টিন থেকে মিছিল সহকারে প্রশাসনিক ভবনের দিকে যাত্রা করে। মিছিলটি লেকচার থিয়েটার সংলগ্ন গেটের কাছে গেলে পুলিশ বাধা দেয়। তখন পুলিশ ও ছাত্রদলের কর্মীদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি হয়। এ সময় কিছুটা উত্তেজনা দেখা যায়। এরপর পুলিশি বেষ্টনী ভেঙে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা মল চত্বর পর্যন্ত যায়। সেখানে পুলিশের বাধার কারণে আর সামনে অগ্রসর হতে পারেনি। মল চত্বরেই ছাত্রদল সমাবেশ করে।

মুহসীন হল থেকে ২ জন বিতাড়িত ঃ গত মঙ্গলবার রাতে মুহসীন হলে কয়েকটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে কর্তৃপক্ষ হলের ছাত্রলীগের সভাপতি শফিকুর রহমান ডাবলু ও আনিস নামে দুই ছাত্রলীগ কর্মীকে হল থেকে গতকাল বুধবার বের করে দিয়েছেন। ডাবলু ও আনিস বাগেরহাট গ্রুপের সদস্য হিসেবে থাকলেও গোপনে তারা শরীয়তপুর-মাদারীপুর গ্রুপের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখত বলে জানা গেছে।

রেমিট্যান্স ঃ বেড়েছে